যুগান্তর

তারিখ ... 30 JAN 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান দুদকের নোটিশ নিচ্ছে না

রাজশাহী ব্যুরো

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) প্রেরিত নোটিশ গ্রহণ করছেন না রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ। এমনকি সোমবার নোটিশ বহনকারী দুদকের এক কনস্টেবলের সঙ্গে দুর্ব্যবহারেরও অভিযোগ উঠেছে চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাজাহানের বিরুদ্ধে। দুদকের রাজশাহী অঞ্চল কার্যালয় থেকে এ বিষয়ে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে। বিষয়টি স্বীকার করে অনুসন্ধান কর্মকর্তা, দুদকের রাজশাহী অঞ্চল কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (এডি) আলমগীর হোসেন সোমবার দুপুরে যুগান্তরকে জানান, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক অনুসন্ধানে বেশ কিছু গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এজন্য তাকে নোটিশ পাঠানো হলেও সংশ্লিষ্ট বোর্ড চেয়ারম্যান ও তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা দুদকের নোটিশ গ্রহণ করছেন না। এমনকি দুদকের কনস্টেবলের সঙ্গে খারাপ আচরণও করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা গেছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে সম্প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন প্রাথমিক অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে অভিযোগগুলোর সত্যতা পাওয়ায় দুদক থেকে দুর্নীতি ও অনিয়মের ক্ষেত্রভুক্ত বিভিন্ন নথিপত্র ও ফাইল সরবরাহের জন্য রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানকে নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে অনুযায়ী গত ২৫ জানুয়ারি দুদকের তদন্ত কর্মকর্তা আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে একটি দল নোটিশসহ শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে যান। কিন্তু চেয়ারম্যান দফতরে থাকার পরও সাক্ষাৎ দেননি। দুদকের নোটিশও গ্রহণ করেননি। তদন্ত কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন জানান, সোমবার আবারও নোটিশ পাঠানো হয় দুদকের কনস্টেবল আবু তালেবের হাতে। শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা বা একান্ত সচিব মোহাম্মদ শাজাহান তার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। এবারও নোটিশটি বোর্ড চেয়ারম্যান কিংবা তার ব্যক্তিগত কর্মকর্তা গ্রহণ করেননি। সেক্ষেত্রে সোমবারই ডাকযোগে নোটিশটি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে দুদকের কনস্টেবলের সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করা হয়নি বলে দাবি করেছেন চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাজাহান। আগেই সচিবের দফতরে নোটিশটি আসায় তারা সেটি আর গ্রহণ করেননি। বোর্ড চেয়ারম্যানও নোটিশটি নেননি। সূত্রগুলো থেকে আরও জানা গেছে, বর্তমান চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ ও সাবেক সচিব আনোয়ারুল হক প্রামাণিক পরস্পরের সহযোগিতায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম করেছেন। সেই সূত্রে সাবেক সচিবের দাফতরিক ফাইলপত্রও দুদক সরবরাহের অনুরোধ করেছে।